মূল শব্দাবলীঃ
পথ
তাদাব্বুর
বলা

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
5 June 2026 / 19 Zulhijjah 1447H

"তাদাব্বুর – একটি আয়াত, অন্তহীন দিকনির্দেশনা"

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ بِالقُرْآنِ القُلُوبَ، وَأَنْزَلَهُ فِي أَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَعْجَزِ أُسْلُوبٍ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ، مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত মুমিনবৃন্দ,

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাঁর সকল আদেশ পালন করুন এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও জান্নাত অর্জনের পথে যাত্রা সহজ করে দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।"

ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইয়েরা আমার,

এই মাসজুড়ে জুমার খুতবাগুলো সকল মুসল্লি—যুবক ও প্রৌঢ় উভয়কেই—তাদাব্বুর (গভীর চিন্তন ও প্রতিফলন)-এর মাধ্যমে কুরআনের সঙ্গে পরিচিত হতে আহ্বান জানায়। খুতবার শুরুতে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে নিজেদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে বলা হয়: শেষ কবে আমরা কুরআনের পবিত্র

আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেছি এবং অনুভব করেছি যে সেগুলো যেন সরাসরি আমাদের হৃদয়ের সাথে কথা বলছে?

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে: এটা কি সত্যিই সম্ভব? কুরআন কীভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে পারে? এর উত্তর, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, নিহিত রয়েছে প্রতিটি আয়াত গভীরভাবে চিন্তা করার মধ্যে। যখন আমরা প্রতিটি আয়াত পড়ি, তখন ভাবতে হবে: এই আয়াতটি আমাদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত, এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এখান থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি? এটিই হলো তাদাব্বুরের প্রকৃত অর্থ।

সম্মানিত মুসুল্লিগণ,

যদিও কুরআনে ৬,২০০-এরও বেশি আয়াত রয়েছে, আজকের খুতবায় আমরা মাত্র তিনটি সংক্ষিপ্ত আয়াত উপস্থাপন করব। তবুও এগুলোই যথেষ্ট, তাদাব্বুর পদ্ধতির অসাধারণত্বকে তুলে ধরার জন্য।

চলুন আমরা শুরু করি প্রথম ওহী দিয়ে, অর্থাৎ সূরা আল-'আলাকের সূচনালগ্নের আয়াত থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝١

অর্থঃ পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

যদি আমরা এই আয়াতটিকে শুধু অনুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তবে খুব সম্ভব আমরা এখান থেকে একটি মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করব—যে, পড়া শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলা উচিত।

কিন্তু যদি আমরা এটিকে তাদাব্বুরের দৃষ্টিতে দেখি, তবে আমরা আরও কিছু প্রশ্ন করব:

কেন আল্লাহর প্রথম নির্দেশ ছিল “পড়ো”, “ইবাদত করো” বা “সিজদা করো” নয়? কারণ এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলাম জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সঠিক ও দৃঢ় জ্ঞান ছাড়া শুদ্ধ ইবাদত সম্ভব নয়।

কেন আল্লাহ একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে পড়ার নির্দেশ দিলেন? কারণ এটি আমাদেরকে আল্লাহর মহিমা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি এমন এক নিরক্ষর মানুষকে উন্নীত করতে সক্ষম, যিনি মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হয়ে উঠেছেন।

কেন “পড়ো” নির্দেশটি আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে? কারণ এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে জ্ঞান অর্জনের প্রতিটি প্রচেষ্টা ‘বিসমিল্লাহ’ দিয়ে শুরু হওয়া উচিত—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ কড়া দিয়ে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সকল জ্ঞানই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, এবং জ্ঞান অনুসন্ধান অবশ্যই তাকওয়া ও তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে সম্পন্ন হওয়া উচিত।

কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে পড়ার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন? কারণ এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলাই সকল কিছুর স্রষ্টা—এমনকি জ্ঞান নিজেও তাঁরই সৃষ্টি।

এরপর, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ٢

*অর্থঃ **তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।***

কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা উল্লেখ করেছেন যে তিনি আমাদেরকে ‘আলাক’—একটি জমাট রক্তপিণ্ড—থেকে সৃষ্টি করেছেন? এটি তাঁর মহিমা প্রকাশ করার জন্য; যে, এক নগণ্য রক্তপিণ্ড থেকে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এমন সত্তায় রূপ দিয়েছেন, যাদের অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর শক্তি ও হিদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন এবং মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এরপর, সূরা আল-‘আলাকের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٣

অর্থঃ *পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।*

কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে দ্বিতীয়বারের মতো “পড়ো” নির্দেশটি পুনরাবৃত্তি করেছেন? এই পুনরাবৃত্তি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বার্তাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মধ্যেই “পড়ো”—অর্থাৎ জ্ঞান অন্বেষণের নির্দেশ—পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞানী হওয়া আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমানের মৌলিক ভিত্তি। জ্ঞান এমন একটি ভিত্তি, যা ইবাদত ও আনুগত্যের পূর্বে আসে—যার মাধ্যমে আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এটাই তাদাব্বুরের কার্যকারিতা। মাত্র তিনটি সংক্ষিপ্ত আয়াত, অথচ এগুলো এমন গভীর উপদেশ ও স্মরণবাণী প্রদান করে, যা একজন মুমিনের হৃদয়ে সুন্দর ও অর্থবহভাবে প্রভাব ফেলে। এটিই সেই বিষয়, যা একজন ঈমানদারকে অনুপ্রাণিত করে—যার হৃদয় কুরআনের মুজিযার সাথে সম্পৃক্ত।

সংক্ষেপে, আসুন আমরা কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চারটি পদ্ধতি—তিলাওয়াত (পাঠ), তাহফীয (মুখস্থ করা), তাফসীর (ব্যাখ্যা), এবং তাদাব্বুর (গভীর চিন্তন)—একটি নির্মল রাতের চাঁদের দিকে তাকানোর উপমার মাধ্যমে কল্পনা করি।

তিলাওয়াহ হলো খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকানোর মতো। আমরা সেটির দিকে তাকাই, তার সৌন্দর্য উপভোগ করি এবং তা দেখে মুগ্ধ হয়ে সময় কাটাই। অনুরূপভাবে, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর বাণী পাঠ করি এবং তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি।

অন্যদিকে, তাহফীয হলো এমন একজন ব্যক্তির মতো, যিনি চাঁদকে এত ভালোভাবে চেনেন যে আকাশের দিকে না তাকিয়েও তার আকার ও রূপ মনে করতে পারেন। তেমনি, কুরআন মুখস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আয়াতসমূহ মানুষের স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে এবং সে যেখানেই যায়, তা সঙ্গে বহন করে।

তাফসীর হলো বিশেষজ্ঞদের দিকনির্দেশনার মাধ্যমে চাঁদকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার মতো। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কেন চাঁদের আকার পরিবর্তিত হয় এবং কীভাবে তার বিভিন্ন পর্যায় ঘটে। অনুরূপভাবে, তাফসীর আমাদেরকে কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ, প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ বার্তা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

আর তাদাব্বুর হলো পর্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তনের মাধ্যমে উপলব্ধিতে পৌঁছানো। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো, যিনি চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করেন: "এই দৃশ্য থেকে আল্লাহ আমাকে কী শিক্ষা দিতে চান?" তখন সে উপলব্ধি করে—সে কত ক্ষুদ্র, আল্লাহ কত মহান, সময় কত দ্রুত অতিবাহিত হচ্ছে, এবং তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। সূরা আল-'আলাকের প্রথম তিনটি আয়াত নিয়ে আমাদের পূর্বের তাদাব্বুরেও আমরা ঠিক এই উপলব্ধিগুলো অর্জনের চেষ্টা করেছি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত হে সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দোয়া করি, যেন তিনি আমাদেরকে সময় ও হায়াত দান করেন এবং আমাদের অন্তরের চোখ খুলে দেন, যাতে আমরা তাদাব্বুরের মহত্ত্ব এবং এর আমাদের জীবনের উপর ইতিবাচক প্রভাব অনুভব করতে পারি।

আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قال في كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالحَرْبَ وَالاعْتِداء. اللَّهُمَّ إنّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنا وَأَهْلَنا وَبِلادَنا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ،وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِم.

اللَّهُمَّ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَيَا هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، وَانْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.